দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...31 DEC 1995...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণের নীতিমালা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে ২৮-১০-৯৫ তারিখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে '৯৬ সালে বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণের নীতিমালা বিষয়ক একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। চিঠিটি ইতোমধ্যেই থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রাঃ বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে "১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীর পুস্তক '৯৬ সালের ব্যবহারের জন্য যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে।" এ প্রসঙ্গে কিছু নীতিমালা অনুসরণেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমরা জানি দেশে এখন শিক্ষা বিপ্লব চলছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও মানোন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সকল স্তরের শিশুর কাছে প্রাঃ শিক্ষা সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সম্প্রতি ডিজি প্রাইমারি মহোদয়ের এই চিঠির ফলে শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, যতটুকু জানা যায়, ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান পুস্তক দুটি (বাংলা ও গণিত) কেবল মাত্র একবার ব্যবহার যোগ্য করে প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তক দুটির দ্বিতীয়বার ব্যবহারের আদৌ কোন অবকাশ নেই। বিশেষজ্ঞগণ শিশুদের জন্য তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পুস্তক দুটি প্রণয়ন করেছেন। এক. পড়ার চাহিদা পূরণ করবে। দুই. শিশুদের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকাশের লক্ষ্যে রঙিন ছবির দ্বারা উপকরণের চাহিদা পূরণ করবে। তিন. নির্দিষ্ট কিছু পৃষ্ঠার শূন্যস্থান লেখার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এ কারণে, ১ম শ্রেণীর বাংলা বইটি ৬৪পৃষ্ঠার মধ্যে ১৫ পৃষ্ঠা রাখা হয়েছে লেখার কাজে ব্যবহারের জন্য। গণিত বই ৯৬ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখার কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে ৫৬ পৃষ্ঠা।

অনুরূপভাবে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পুস্তকে লেখার কাজে ব্যবহারযোগ্য কিছু পৃষ্ঠা রাখা হয়েছে। শিশুরা সারা বছর তাদের অপরিপক্ক হাতে নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো লেখার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো লেখার কাজে একবার ব্যবহৃত পুস্তকগুলো শিশুরা কিভাবে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবে? আর, এই ধরনের সিদ্ধান্তের পিছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির নামে যা চলছে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদৌ উপযোগী নয়। আর এ কারণেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গুণগতমান বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে বেশি। ফলে পাঠ দান ও পাঠ গ্রহণে দিন দিন অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা মনে করি এ কাজে গবেষণায় নিয়োজিতদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান যদি অনুকূল ফল লাভে ব্যর্থ হয় তা হলে তা পরিহার করাই শ্রেয়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ, পরিবেশ ও পরিস্থির প্রেক্ষাপটে যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ধাপেই তাদের স্পর্শকাতর কোমল মনকে যেন আমরা মলিন করে না দেই। শিশুরা জাতির ভবিষ্য। এদের মুখে হাসি ফোটাতে আমাদের যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

মোহাম্মদ আবদুল হাদী সিদ্দিকী
সেক্রেটারি
মাওলানা তাছাদ্দুক হুসাইন কল্যাণ ট্রাস্ট
গ্রাম-ডৌকারচর, পোঃ-বাজার হাসনাবাদ
জেলা-নরসিংদী